গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এনডিডি

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে কিছু কথা

NEURO-DEVELOPMENTAL DISABILITY PROTECTION TRUST
NDDPT

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
www.nddtrust.gov.bd

সম্পাদনা ও প্রকাশনা:

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশকাল:

নভেম্বর ২০১৯

মুখবন্ধ

সমষ্টিগতভাবে মানুষ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হওয়ার পরও এগিয়ে চলেছে। তেমনি ব্যক্তিগত পর্যায়েও মানুষ প্রতিবন্ধকতা বা প্রতিবন্ধিতার শিকার হওয়ার পরও সাফল্যময় জীবনযাপন করছে। তবে আমাদের মাঝে কিছু মানুষ অন্যদের তুলনায় বেশী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন- তার শারীরিক, মানসিক বা বিকাশকালীন ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে। 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা' বিকাশকালীন একটি সমস্যা এবং আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী অটিজম, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, ডাউন সিনড্রোম ও সেরিব্রাল পালসি এই চার (০৪) ধরনের প্রতিবন্ধিতা নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতার অন্তর্ভুক্ত। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩ প্রণীত হয় এবং এ আইন অনুযায়ী ২০১৪ সালে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সম্মানিত চেয়ারপারসন মিজ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে অটিজম ও এনডিডি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের ব্যাপক কার্যক্রমের সূচনা হয়। বর্তমান সরকারের কার্যকরী পদক্ষেপের কারণে এ বিষয়ে জনসচেতনতা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেলেও তা এখনও কাংক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌছায়নি। আমাদের দেশে এখনও প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে বিশেষ করে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চ্যালেঞ্জসমূহ, তাদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জনসচেতনতা তৈরি করা সম্ভব হয়নি। তাই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মধ্যে এনডিডি সম্পর্কে কিছু সাধারণ ধারণা ও সমাজের একজন মানুষ হিসেবে এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষদের জন্য তার সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে জানানোর জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা। এই বুকলেটটিতে আমরা নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্যসহ বিভিন্ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের জন্য করণীয় সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করেছি।

এই বুকলেটটি প্রস্তুত করতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব মিজ জুয়েনা আজিজ এবং এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারপারসন প্রফেসর ডা: মো: গোলাম রব্বানী গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেছেন। এছাড়াও এই বুকলেটটি প্রস্তুত করতে বেসরকারি সংস্থা PIACT, বিভিন্ন Disabled People's Organization (DPO's), এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্যসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। আসুন আমরা নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে আরও জানি এবং আমাদের চারপাশে বসবাসরত এই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের জীবনমান উন্নয়নে আরও সচেষ্ট হই।

মো: মশিউর রহমান এনডিসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১
প্রতিবন্ধিতা কি	২
প্রতিবন্ধিতার প্রকারভেদ	২
নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট	৩
অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস	৩-৪
ডাউন সিনড্রোম	৪
বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা	৫
সেরিব্রাল পালসি	৫
এনডিডি ব্যক্তিদের উন্নয়নে চ্যালেঞ্জসমূহ	৬-৭
এনডিডি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য প্রচলিত ভুল ধারণা ও বাস্তবতা	৮-৯
এনডিডি ব্যক্তিদের উন্নয়নে সম্ভাবনাসমূহ	১০
এনডিডি ব্যক্তিদের উন্নয়নে কমিটি	১১
এনডিডি ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও তাদের অধিকার ও সুরক্ষাকল্পে প্রত্যাশা:	
মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্যদের কাছে প্রত্যাশা	১১-১২
জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে প্রত্যাশা	১২-১৩
স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধিদের কাছে প্রত্যাশা	১৩-১৪
শিক্ষকদের কাছে প্রত্যাশা	১৫
ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কাছে প্রত্যাশা	১৬
এনডিডি ব্যক্তিদের জন্য সেবা প্রাপ্তির বিদ্যমান স্থানসমূহ	১৬-১৭
উপসংহার	১৭

ভূমিকা

মানব সভ্যতার শুরু থেকেই পৃথিবীতে নানা ধরনের মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। আবার জাতি, বর্ণ বা ভৌগলিক কারণেও সৃষ্টি হয়েছে নানা ভিন্নতার। কেউ লম্বা, কেউ খাটো, কেউ ফর্সা, কেউ কালো, কেউ অধিক শক্তির অধিকারী আবার কেউ অত্যন্ত দুর্বল। এই ভিন্নতাগুলোকে এককথায় বলা হয়েছে মানব বৈচিত্র্য।

ঠিক একইভাবে আরও কিছু বৈচিত্র্যও রয়েছে মানুষের মধ্যে। যেমন, আমাদের মাঝে বেশ কিছু মানুষ আছে যাদের শারীরিক গঠন অন্যদের তুলনায় ভিন্ন; কেউ চোখে দেখতে পায় না; কেউ কানে শোনে না; কেউ কথা বলতে পারে না; কারও হাঁটা চলাতে অসুবিধা; কেউ অন্যের কথা বুঝতে দেরি করে আবার কেউ বয়সে বড় হলেও শিশুদের মতো আচরণ করে। এসব মানুষদের প্রতিবন্ধী মানুষ বলা হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও এই দেশের মানুষেরই একটি অংশ। তারাও সমঅধিকারের ভাগীদার; তাদের উন্নয়ন ব্যতিত দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই স্বীকৃতি বাংলাদেশ সরকার দিয়েছে। ২০১৩ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছে। প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জাতীয় কর্মকৌশল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ রচিত হয়েছে জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদের আলোকে ও মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে। এই আইনটির বিধানগুলি যে কোন উন্নত দেশের এ সংক্রান্ত আইনের সাথে তুলনাযোগ্য। এই আইনটিতে সকল ধরণের প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকারের বিষয়গুলি সংরক্ষণের কথা থাকলেও বিশেষভাবে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও সমাজের মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে একটি ট্রাস্ট গঠন এবং এর পরিচালনা পদ্ধতি নিশ্চিতকল্পে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩ গৃহীত হয়েছে। উল্লিখিত এই আইনের ধারা-৮ অনুযায়ী ২০১৪ সালে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট গঠন করা হয়।

আইন দু'টি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সকল স্তরের মানুষের সার্বিক সচেতনতা এবং একাগ্র সহযোগিতা। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩ এর ব্যাপারে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত বিদ্যমান ভ্রান্ত ধারণাগুলি নিরসন এবং বিভিন্ন অংশীজনদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে সার্বিক সহযোগিতার প্রত্যাশায় এই বুকলেটটি প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে।

প্রতিবন্ধিতা কি?

চোখে দেখতে না পারা, কানে শুনতে না পারা, কথা বলতে না পারা, চলাফেরা করতে না পারা, পারস্পারিক যোগাযোগ করতে না পারা বা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ করতে না পারাকে সাধারণভাবে প্রতিবন্ধিতা বলে মনে করা হয়। বর্তমানে এ ধারণাটির পরিবর্তন হয়েছে। বিশ্বব্যাপী এখন স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে, একদিকে কিছু কিছু মানুষের মধ্যে এমন সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, অন্যদিকে এই সীমাবদ্ধতা সম্পন্ন মানুষগুলোর ব্যাপারে আমাদের সমাজে অবকাঠামোগত এবং আচরণগত বেশকিছু বাঁধা রয়েছে।

এই মানুষগুলি যখন সমাজের সকল স্তরে মিশতে যায়, তখন তারা এই বাঁধাগুলির কারণে সকলের সাথে সমতার ভিত্তিতে পূর্ণ এবং কার্যকর ভাবে মিশতে পারে না। নতুন ধারণায় এবং আমাদের দেশের আইনে এই সমভিত্তিতে এবং পূর্ণ ও কার্যকরভাবে মিশতে না পারার অবস্থাটিকেই প্রতিবন্ধিতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, একদিকে যেমন এই মানুষগুলির সীমাবদ্ধতাগুলি মোকাবেলা করার ব্যবস্থা নিতে হবে, অন্যদিকে তার চাইতেও জরুরী হলো বিদ্যমান বাধাগুলি সমূলে দূর করতে হবে।

প্রতিবন্ধিতার প্রকারভেদ

বাংলাদেশের আইনে প্রতিবন্ধিতার প্রকারভেদ করা হয়েছে নিম্নভাবে:

১. অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস
২. শারীরিক প্রতিবন্ধিতা
৩. মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা
৪. দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা
৫. বাক প্রতিবন্ধিতা
৬. বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা
৭. শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা
৮. শ্রবন-দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা
৯. সেরিব্রাল পালসি
১০. ডাউন সিনড্রোম
১১. বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা
১২. অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা

প্রতিবন্ধিতার উপরোল্লিখিত প্রকারভেদের মধ্যে ৪টি প্রতিবন্ধিতা রয়েছে যেগুলো স্নায়ুবিকাশজনিত ভিন্নতার কারণে ঘটে থাকে। তাই এগুলিকে স্নায়ুবিকাশজনিত প্রতিবন্ধিতা বা নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিস্যাবিলিটি বা সংক্ষেপে এনডিডি (NDD) নামে পৃথক একটি গুচ্ছে পরিগণিত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

১. অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস
২. ডাউন সিনড্রোম
৩. বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা
৪. সেরিব্রাল পালসি

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

বিশেষভাবে যত্ন বা পরিচর্যা না পেলে এই চার ধরনের মানুষ সাধারণত তাদের চাহিদা বা সমস্যাগুলি প্রকাশ করতে বা নিজের পায়ে দাঁড়াতে তুলনামুলকভাবে বেশী বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। এই কারণে, বাংলাদেশ সরকার বিশেষভাবে এই চার ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষের সুরক্ষার জন্য নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩ নামে একটি আইন প্রণয়ন করেছে। এই আইনের আলোকে ২০১৪ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট গঠন করা হয়। এই ট্রাস্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং এর একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে।

অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস

অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস (Autism Spectrum Disorders–ASD) মস্তিস্কের স্বাভাবিক বিকাশের এরূপ একটি জটিল প্রতিবন্ধকতা যার কারণে এই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাধারণত শারীরিক গঠনে কোনো সমস্যা বা ত্রুটি না থাকলেও এরা পরিবেশের সাথে যথাযথভাবে যোগাযোগ করতে পারে না, যেমন-ভাষার ব্যবহার রপ্ত করতে না পারা, নিজের ভিতর গুটিয়ে থাকা ইত্যাদি। সাধারণত শিশুর জন্মের দেড় বছরের মধ্যেই এই বৈশিষ্টগুলি প্রকাশ পাওয়া শুরু হয়। অনেক ক্ষেত্রে ছবি আঁকা, গান করা, কম্পিউটার চালনা বা গাণিতিক সমাধানসহ অনেক জটিল বিষয়ে এই ধরনের ব্যক্তিরা বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করে থাকে।

এক নাগাড়ে কোনো Electronic Device (Cell Phone, Tab, Computer, TV etc.) দিয়ে দীর্ঘসময় ধরে খেলতে দেওয়া উচিত নয়, কারণ এর ফলে শিশুর সামাজিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

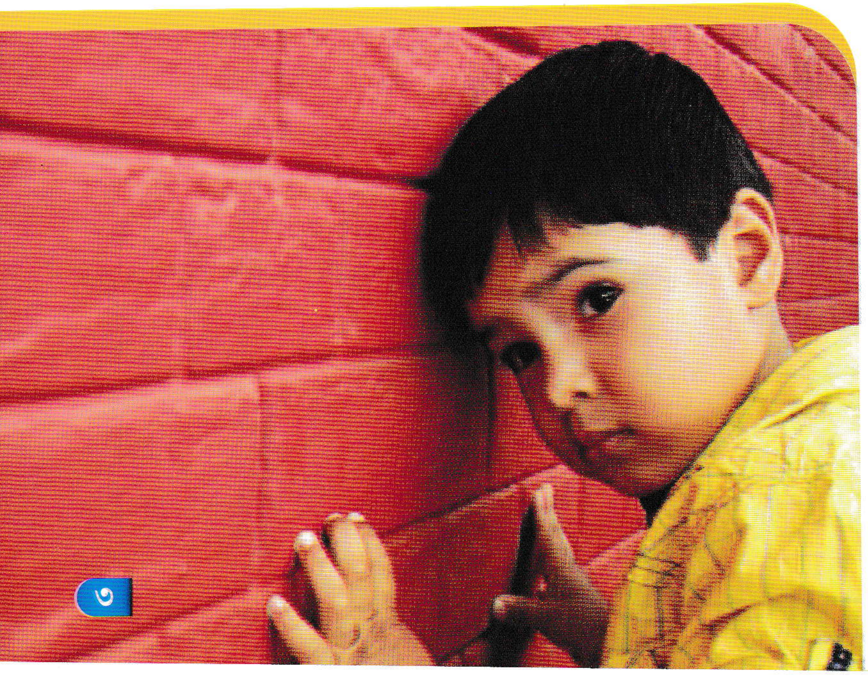

সুনিশ্চিত লক্ষণ

- মৌখিক বা অমৌখিক যোগাযোগে সীমাবদ্ধতা;
- সামাজিক ও পারস্পারিক আচার-আচরণ, ভাববিনিময় ও কল্পনাযুক্ত কাজ-কর্মের সীমাবদ্ধতা;
- একই ধরণের বা সীমাবদ্ধ কিছু কাজ বা আচরণের পুনরাবৃত্তি।

এছাড়াও আরো যে লক্ষণগুলি দেখা যেতে পারে

- শ্রবণ, দর্শন, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, ব্যথা, ভারসাম্য ও চলনে অন্যদের তুলনায় বেশি বা কম সংবেদনশীলতা;
- বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বা অন্য কোনো প্রতিবন্ধিতা বা খিঁচুনী;
- এক বা একাধিক নির্দিষ্ট বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা এবং একই ব্যক্তির মধ্যে বিকাশের অসমতা;
- অন্যের সাথে সরাসরি চোখে চোখ না রাখা বা কম রাখা;
- অতিরিক্ত চঞ্চলতা, উত্তেজনা বা অসঙ্গতিপূর্ণ হাসি-কান্না;
- অস্বাভাবিক শারীরিক অঙ্গভঙ্গি;
- একই রুটিনে চলার প্রচন্ড প্রবণতা।

ডাউন সিনড্রোম

ডাউন সিনড্রোম একটি ক্রোমোজোমাল ডিসঅর্ডার। প্রতিটি শিশু, মা এবং বাবা থেকে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মাধ্যমে বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কোনো কারণে ২১তম জোড়ায় একটি অতিরিক্ত ক্রোমোজোমের উপস্থিতি ঘটলে তখন যে ভিন্নতা সৃষ্টি হয় তাকে ডাউন সিনড্রোম বলে। এর কারণে বিশেষ কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং মৃদু থেকে গুরুতর মাত্রার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা প্রকাশ পায়।

লক্ষণ

- শারীরিক গঠন খাটো;
- দুর্বল পেশীক্ষমতা;
- মঙ্গোলয়েড মুখাকৃতি অর্থাৎ তির্যক চোখ, চ্যাপ্টা নাক, মোটা জিহ্বা;
- হাতের তালুতে একটি গভীর দাগ থাকে;
- পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল অন্যান্য আঙ্গুল থেকে ছড়ানো থাকে।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা

কোনো ব্যক্তির বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সামঞ্জস্যভাবে বুদ্ধির বিকাশ না হলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বলে।

লক্ষণ

- বয়স উপযোগী কার্যকলাপে তাৎপর্যপূর্ণ সীমাবদ্ধতা যেমন- ভাষা ব্যবহার, স্বাভাবিক আচরণ;
- বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপে সীমাবদ্ধতা যেমন- কার্যকারণ বিশ্লেষণ, শিক্ষণ বা সমস্যা সমাধান;
- দৈনন্দিন কাজের দক্ষতায় সীমাবদ্ধতা যেমন- পারস্পারিক যোগাযোগ, নিজের যত্ন নেওয়া, সামাজিক রীতিনীতি পালনে দক্ষতা, নিজেকে পরিচালনা করা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, লেখাপড়া;
- বুদ্ধাঙ্ক (আইকিউ) স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা কম।

সেরিব্রাল পালসি

মস্তিস্কের উপরিভাগ বা বহিরাংশ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং কাঠামোগত অংশগুলির স্বাচ্ছন্দ্য চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। এই অংশটির নাম সেরিব্রাম। সেরিব্রাল পালসি মানে হলো মস্তিস্কের সেরিব্রামের প্যারালাইসিস। জন্মের পূর্বে, জন্মের সময় বা জন্ম হওয়ার এক বছরের মধ্যে অপরিণত মস্তিস্কে অক্সিজেনের অভাব, কোন আঘাত বা কিছু কিছু রোগের সংক্রমণের কারণে মস্তিস্কে অপূরণীয় ক্ষতি হয়। এই ক্ষতির কারণে সারাজীবনের জন্য শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতা, দেহভঙ্গির স্বাভাবিকতা, ব্যক্তির সাধারণ চলাফেরা ও দৈনন্দিন কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ বা বাধাগ্রস্ত করে। জন্মের পর পরই শিশুকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা দরকার এবং সনাক্তকরণের পর থেকেই উপযুক্ত পরিচর্যাসেবা প্রদানের মাধ্যমে দৈনন্দিন কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

লক্ষণ

- পেশী খুব শক্ত বা শিথিল থাকা;
- দুই পা, এক পাশের হাত ও পা অথবা উভয় পাশের হাত ও পা আক্রান্ত হওয়া;
- হাত বা পায়ের সাধারণ নড়াচড়ায় অসামঞ্জস্যতা বা সীমাবদ্ধতা;
- স্বাভাবিক চলাফেরায় ভারসাম্যহীনতা/ভারসাম্য কম থাকা;
- প্রায়শই খিঁচুনী হতে পারে ও মুখ থেকে লালা ঝরতে পারে;
- যোগাযোগের সীমাবদ্ধতা;
- দৃষ্টি, শ্রবণ, বুদ্ধিগত বা আচরণগত সীমাবদ্ধতাও থাকতে পারে।

এনডিডি ব্যক্তিদের উন্নয়নে চ্যালেঞ্জসমূহ

ক্ষেত্রসমূহ	চ্যালেঞ্জসমূহ
শিক্ষা	▪ বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী-বান্ধব পরিবেশ না থাকা ▪ মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করার ব্যাপারে অনীহা ▪ প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব ▪ প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী কারিকুলাম ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব ▪ অপ্রতিবন্ধী শিশুদের অভিভাবকদের নেতিবাচক মনোভাব ▪ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বছরের শুরুতে ক্যাচমেন্ট এলাকার জরীপ করার সময় প্রতিবন্ধী শিশুদের সঠিকভাবে সনাক্ত না করা।
স্বাস্থ্য ও পূনর্বাসন	▪ মাঠপর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের মধ্যে এনডিডি সংক্রান্ত জ্ঞানের স্বল্পতা ▪ এনডিডি ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ এবং সেবার জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনীয় জনবল এবং উপকরণের অভাব ▪ এনডিডি ব্যক্তিদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডাক্তারদের পর্যাপ্ত ধারণা ও প্রশিক্ষণের স্বল্পতা ▪ পুনর্বাসনসেবা ও পরিচর্যাসেবা এবং সেবাদানকারীর অপ্রতুলতা ▪ 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র' এর সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে প্রচারণার অভাব এবং এই কেন্দ্রগুলোর সাথে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সমন্বয়ের অভাব ▪ প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিদ্যমান এনডিডি সেবা সর্ম্পকে না জানা।
কর্মসংস্থান	▪ সুযোগ এবং অনুকুল পরিবেশ পেলে এনডিডি ব্যক্তিরাও কর্মক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্থাপন করতে পারে সে ব্যাপারে নিয়োগকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গিগত সীমাবদ্ধতা ▪ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মমূখী প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্র এবং প্রশিক্ষকের অপ্রতুলতা ▪ প্রতিবন্ধী-বান্ধব মানসিকতা না থাকায় দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেকক্ষেত্রে চাকরি না পাওয়া।
প্রবেশগম্যতা	▪ গণপরিবহন, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, ব্যাংক, থানা, আদালত, বাজার-ঘাট, বিনোদন ও পর্যটনকেন্দ্র সহ অন্যান্য স্থানে এনডিডি ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতার অভাব।

এনডিডি ব্যক্তিদের উন্নয়নে চ্যালেঞ্জসমূহ

ক্ষেত্রসমূহ	চ্যালেঞ্জসমূহ
নিরাপত্তা ও সুরক্ষা	▪ অন্যান্য নারীদের তুলনায় প্রতিবন্ধী নারীদের যৌন নিপীড়নসহ সার্বিক নিরাপত্তার অভাব ▪ আইন ও বিচার প্রক্রিয়া অনেকাংশেই প্রতিবন্ধীবান্ধব নয়।
সামাজিক নিরাপত্তা	▪ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সরকার প্রতি বছর বরাদ্দ বৃদ্ধি করলেও অনেক পরিবার তাদের প্রতিবন্ধী সন্তানদের লুকিয়ে রাখার কারণে তাদের কাছে সরকারের এই সুযোগ পৌছানো যাচ্ছে না ▪ প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক পরিচয়পত্র প্রাপ্তি এবং এর সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্পষ্ট ধারণা না থাকা।
পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা	▪ পরিবারের মধ্যে এনডিডি ব্যক্তিদের সহজভাবে গ্রহণ করার অনীহা ▪ দীর্ঘদিন ধরে এনডিডি ব্যক্তিদের সেবা প্রদানের পর অনেকক্ষেত্রেই অভিভাবকরা ক্লান্ত এবং হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়া ▪ যে সকল এনডিডি শিশুরা নিয়মিত পুনর্বাসন সেবার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যায়, অনেকক্ষেত্রেই তাদের অভিভাবকরা বাড়িতে সেবার কার্যক্রমগুলি নিয়মিত অনুশীলন করেন না। ▪ প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভ্রান্তধারণা ▪ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে এনডিডি ব্যক্তিদের উপস্থিতির গ্রহণযোগ্যতা না থাকা।
সমন্বিত উন্নয়ন	▪ আইন থাকা সত্ত্বেও যথোপযুক্ত বাস্তবায়নের অভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা ▪ মূলধারার উন্নয়ন কার্যক্রমগুলিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত না করা ▪ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনগুলির পৃষ্ঠপোষকতার অপ্রতুলতা।

এনডিডি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য প্রচলিত ভুল ধারণা ও বাস্তবতা

ভুল ধারণা	বাস্তবতা
অনেক বাবা-মা মনে করেন অটিজম প্রতিবন্ধিতা নয়	অটিজম এক ধরনের প্রতিবন্ধিতা।
শুধুমাত্র শিশুরাই অটিজমে আক্রান্ত হয়	এটি একটি জীবনব্যাপী অবস্থা। তবে শিশু বয়সেই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।
অটিজম একটি রোগ, চিকিৎসায় ভালো হয়	অটিজম একটি স্নায়ুবিকাশজনিত অবস্থা। চিকিৎসা ও সময়মতো এবং নিয়মিত সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে প্রায় স্বাভাবিক অথবা পরিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে।
বাবা-মায়ের পাপের কারণে সন্তান প্রতিবন্ধী হয়	অধিকাংশ প্রতিবন্ধিতার কারণ জানা যায়নি। তবে প্রতিবন্ধিতার কারণ যাই হোক না কেন এগুলির ওপরে বাবা-মার কোনো হাত নেই। তাই সন্তানের প্রতিবন্ধিতার জন্য বাবা-মাকে দোষারোপ বা দায়ী করা যায় না।
বিদ্যালয় বা সেবাকেন্দ্রে পরিচর্যা করলেই তো শিশু ভালো হয়ে যাবার কথা	শুধুমাত্র বিদ্যালয় বা সেবাকেন্দ্রে সীমিত সময়ের পরিচর্যা যথেষ্ট নয়। পাশাপাশি বাড়িতে অভিভাবকদের পরিচর্যার ধারাবাহিকতা এবং সেবা ব্যতিত এই শিশুদের অবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়।
অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সকল ব্যক্তির বিশেষ কোনো দক্ষতা থাকে	অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কিছু কিছু ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ কোনো গুণ বা দক্ষতা থাকতে পারে, কিন্তু সকলের মধ্যেই বিশেষ কোনো গুণ বা দক্ষতা থাকবে তা ঠিক নয়।
ডাউন সিনড্রোম সম্পন্ন শিশুরা খুব বেশিদিন বাঁচে না	নিয়মিত সঠিক চিকিৎসা ও পরিচর্যা পেলে এবং পরিমিত খাবার গ্রহণের মাধ্যমে এরা দীর্ঘদিন বাঁচতে পারে।

ভুল ধারণা	বাস্তবতা
ডাউন সিনড্রোম এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষে চাকরি বা কর্মসংস্থানে যাওয়া সম্ভব না	উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে এরা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ ব্যতিত অন্যান্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে।
সেরিব্রাল পালসি প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়	গর্ভাবস্থায় মায়ের পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য ও সঠিক পরিচর্যা, প্রসবকালীন সঠিক সিদ্ধান্ত ও যত্ন এবং নবজাতক শিশুটির সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেরিব্রাল পালসি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রসবকাল দীর্ঘায়িত হলে লেবার রুমে অক্সিজেনের সরবরাহ আছে এমন হাসপাতালেই প্রসূতি মাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।
সেরিব্রাল পালসি সম্পন্ন শিশু চিকিৎসা করলেও ভালো হয় না	সময়মতো এবং নিয়মিত সঠিক চিকিৎসা ও পরিচর্যার মাধ্যমে এরা মানসম্মত প্রায় স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে

এনডিডি ব্যক্তিদের উন্নয়নে সম্ভাবনাসমূহ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এত চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে এত ভুল ধারণা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ঘরে বসে নেই। সারা বিশ্বে যেভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশেও তারা খুব বেশি পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে একাগ্রভাবে বিশ্বাসী। পাশাপাশি বেসরকারি এবং ব্যক্তি উদ্যোগেও প্রচুর কাজ হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকার আইন, নীতিমালা, কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করে এগুলির বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। প্রতিবছর জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বিশেষ করে এনডিডি ব্যক্তিদের জন্য নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট দেশব্যাপী কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলিতে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় এবং বেশ কিছু উপজেলায় প্রতিবন্ধি সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রগুলিতে অটিজম কর্নার চালু করা হয়েছে।

বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগেও সারাদেশে বিদ্যালয় ও সেবাকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এগুলিতে শিক্ষার পাশাপাশি এদেরকে কর্মক্ষম করার উদ্দেশ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি প্রণোদনার কারণে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজধানীর বাইরে আরও প্রশিক্ষণ ও সেবাকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

এনডিডি ব্যক্তিদের উন্নয়নে কমিটি

এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের কার্যক্রম দেশব্যাপী সুচারুরূপে পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রতিটি জেলায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে সভাপতি এবং জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালককে সদস্য-সচিব করে দুইজন এনডিডি ব্যক্তি বা তাদের অভিভাবকসহ ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির মাধ্যমে ট্রাস্ট এনডিডি ব্যক্তিগণকে আর্থিক সাহায্য প্রদান সহ তাদের জীবনমান উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এনডিডি ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও তাদের অধিকার ও সুরক্ষাকল্পে প্রত্যাশা :

মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্যদের কাছে প্রত্যাশা

নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায়

- নিজ নিজ আসন/নির্বাচনী এলাকাকে প্রতিবন্ধী বান্ধব এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা।
- নিজ নিজ আসন/নির্বাচনী এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বছরের শুরুতে ক্যাচমেন্ট এলাকার জরীপ করার সময় প্রতিবন্ধী শিশুদের সঠিকভাবে সনাক্ত করছে কিনা এবং তাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করছে কিনা, এ ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলিকে নজরদারিতে রাখা।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্থাপিত বিশেষায়িত বিদ্যালয়গুলি নিয়মমাফিক পরিচালিত হচ্ছে কিনা বা সেগুলিতে ভর্তিকৃত শিশু বা তাদের পরিবারগুলি কোনো ধরণের প্রতারণা বা হয়রানির শিকার হচ্ছে কিনা, সেগুলিকে নজরদারিতে রাখা।
- স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণকল্পে প্রতিটি স্থানীয় সরকারের করণীয় সংক্রান্ত জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ তাদের স্ব স্ব কর্মকান্ড পরিচালনা করছে কিনা, স্থানীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখছে কিনা এবং সেই বাজেট খরচ করছে কিনা তা তদারকি করা।
- স্থানীয় পর্যায়ের গণপরিবহনগুলিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আসন বরাদ্দ থাকছে কিনা এবং তা যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা, সেজন্য পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সমিতিগুলিকে নজরদারিতে রাখা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বা উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ের কোন কর্মসূচি স্থানীয় পর্যায়ে আয়োজিত হলে সেটির বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেয়া।
- এনডিডি ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণে পরামর্শ/নেতৃত্ব প্রদান।

জাতীয় পর্যায়ে

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জাতীয় পর্যায়ের সমস্যাগুলি সংসদে উত্থাপন করা।
- স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যাগুলি সংসদে উত্থাপন করা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩ এর বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সংসদে আলোচনা করা।
- জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত হচ্ছে কিনা এবং তা অধিকারের ভিত্তিতে হচ্ছে কিনা, সেদিকে নজর রাখা।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এর মূল প্রতিপাদ্য হলো "কাউকে পেছনে ফেলে রেখে নয়" (No One Left Behind)। এসডিজি বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের প্রতিটি ধাপে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ পিছিয়ে পড়া সকল জনগোষ্ঠী সকলের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রবেশগম্যতা ও অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে কিনা, সে ব্যাপারে সংসদে আলোচনা করা।
- 'প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক সংসদীয় ককাস' গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে প্রত্যাশা

- জেলা কমিটিগুলির আইনানুগ সভাসমূহ নিয়মিত আয়োজন করা এবং অংশগ্রহণ করা।
- কমিটির কার্যক্রম সমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট-এ প্রেরণ করা।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভায় প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক একটি নিয়মিত আলোচ্যসুচি অন্তর্ভূক্ত করা এবং এই আলোচনায় এনডিডির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।
- এনডিডি ব্যক্তিদের উন্নয়নের জন্য জেলা কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠনের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ, তদারকি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।
- প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ, নিবন্ধন, পরিচয়পত্র প্রদান এবং চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা সংরক্ষণসহ সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদান/প্রদানে কার্যকরী ভূমিকা রাখা।
- কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে বা অর্জিত কোন সম্পত্তি দেখাশুনা করতে অসমর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাতা-পিতা বা আইনগত অভিভাবকের আবেদনের প্রেক্ষিতে, প্রয়োজনে উক্ত সম্পত্তির সুরক্ষাকল্পে জেলা কমিটি কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সার্বক্ষণিক তদারকি করা।

- প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্থাপিত বিশেষায়িত বিদ্যালয়গুলি নিয়মমাফিক পরিচালিত হচ্ছে কিনা, বা সেগুলিতে ভর্তিকৃত শিশু বা তাদের পরিবারগুলি কোনো ধরনের প্রতারণা বা হয়রানীর শিকার হচ্ছে কিনা, তা তদারকি করা।
- মূলধারার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া এবং যথোপযোগী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের জন্য উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ব্যক্তি বা সংস্থাকে উৎসাহ দেয়া ও প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় এনডিডি ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী ইভেন্ট সংযোজন করা।
- এনডিডি ব্যক্তির মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের মৃত্যুতে তার জীবনব্যাপী যত্ন, পরিচর্যা ও অধিকার সুরক্ষা এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনগুলির বিরাজমান কার্যক্রম গুলোকে আরও গতিশীল ও কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং তদারকি করা।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বিভিন্ন দিবস উদযাপন করা।

স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধিদের কাছে প্রত্যাশা

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের দুরবস্থা লাঘব এবং তাদের প্রয়োজন পূরণে সকল নাগরিককে সম্পৃক্ত করা। উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রতিবন্ধী বান্ধব করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকা।
- বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচি যেমন ভিজিডি, ভিজিএফ সহ অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের চূড়ান্ত অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতের সময় এনডিডি ব্যক্তিগণকে অগ্রাধিকার দেয়া।
- উপজেলা পরিষদের বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য যথেষ্ট বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের ব্যবহার উপযোগিতার কথা বিবেচনায় নিতে হবে। যেমন বিভিন্ন ভবনে র‍্যাম্প স্থাপন করা, রাস্তাঘাট মেরামত, ব্রীজের গোড়ায় মাটি ভরাট ইত্যাদি। টিউবওয়েল স্থাপন ও টয়লেট নির্মাণের সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের ব্যবহার উপযোগি করা হলে তা সাধারণ মানুষও ব্যবহার করতে পারবে।

- পিছিয়ে পড়া শ্রেণি ও গোষ্ঠির মানুষকে অপরাপর মানুষের সমান অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য যে সব সুবিধা প্রদান আবশ্যক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্যও ততটুকু প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বা উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ের যে কোন কর্মসূচি স্থানীয় পর্যায়ে আয়োজিত হলে সেটির বাস্তবায়নে সক্রিয় সহযোগিতা দেয়া।

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের দুরবস্থা লাঘব এবং তাদের প্রয়োজন পূরণে সকল নাগরিককে সম্পৃক্ত করা। ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রতিবন্ধী বান্ধব করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকা।
- ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তালিকা সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা, যাতে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সঠিক ব্যক্তিকে সহজে এবং সময়মতো নির্বাচন করা যায়।
- ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের অধিকার সুরক্ষার জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারে।
- বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচি যেমন ভিজিডি, ভিজিএফ সহ অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের চূড়ান্ত অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত ও উপজেলা পরিষদে প্রেরণের সময় এনডিডি ব্যক্তিগণকে অগ্রাধিকার দেয়া।
- ইউনিয়ন পরিষদের বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য যথেষ্ট বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ, উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশনে অন্যান্য নাগরিকদের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করা।
- যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে ইউনিয়ন পরিষদকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের ব্যবহার উপযোগিতার কথা বিবেচনায় নেয়া। যেমন বিভিন্ন ভবনে র‍্যাম্প স্থাপন করা, রাস্তাঘাট মেরামত, ব্রীজের গোড়ায় মাটি ভরাট ইত্যাদি। টিউবওয়েল স্থাপন ও টয়লেট নির্মাণের সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের ব্যবহার উপযোগি করা হলে তা সাধারণ মানুষও ব্যবহার করতে পারবে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ইউনিয়ন পরিষদের অংশীজন হিসেবে বিবেচিত। পিছিয়ে পড়া শ্রেণি ও গোষ্ঠির মানুষকে অপরাপর মানুষের সমান অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য যে সব সুবিধা প্রদান আবশ্যক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্যও ততটুকু প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বা উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ের যে কোন কর্মসূচি স্থানীয় পর্যায়ে আয়োজিত হলে সেটির বাস্তবায়নে সক্রিয় সহযোগিতা দেয়া।

শিক্ষকদের কাছে প্রত্যাশা

- সকল শিক্ষকগণকে প্রতিবন্ধী-বান্ধব মানসিকতা পোষণ করা।
- কোন শিশুর মধ্যে অন্যান্য যোগ্যতা বিদ্যমান থাকলে শুধুমাত্র প্রতিবন্ধিতার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা থেকে বঞ্চিত না করা।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বছরের শুরুতে ক্যাচমেন্ট এলাকার জরীপ করার সময় প্রতিবন্ধী শিশুদের সঠিকভাবে সনাক্ত করা এবং তাদেরকে ভর্তির ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা। প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের এনরোলমেন্ট ও ড্রপ আউট সংক্রান্ত তথ্যাবলী যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা।
- প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত যে কোনো প্রশিক্ষণে শিক্ষক প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী-বান্ধব শিক্ষক নির্বাচন করা।
- বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী-বান্ধব পরিবেশ বজায় রাখার জন্য এসেম্বলিতে নিয়মিত নির্দেশনা প্রদান।
- অভিভাবক সমাবেশে প্রতিবন্ধী-বান্ধব পরিবেশ এবং পরিবার ও সমাজের করণীয় সম্বন্ধে আলোচনা করা।
- ক্লাসে প্রতিবন্ধী এবং অপ্রতিবন্ধী কোনো ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা যেন না ঘটে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা এবং যদি ঘটে তা দ্রুত মীমাংসা করা।
- প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত সংস্কার কাজের সময় প্রবেশগম্যতার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।
- প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশগম্যতা সহজ করার জন্য প্রয়োজনে ক্লাশরুম পূণঃবিন্যাস করা।
- ক্লাসরুমে প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ চাহিদাগুলির উপর নজর রাখা এবং সহায়ক উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।
- জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের সমতার ভিত্তিতে অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা।

ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কাছে প্রত্যাশা

- পরিবার ও সমাজের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখা
- নিজ এলাকার প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে সরকারি নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করা এবং সময়মতো স্কুলে ভর্তি করার ব্যাপারে অভিভাবকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ও শারীরিক হয়রানি নিরসনের ক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরীতে ভূমিকা রাখা, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশু ও নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং যে কোন নির্যাতন বন্ধে সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধ করা।
- বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত প্রতিবন্ধী শিশুদের পড়াশুনার সময় প্রতিবন্ধিতার কারণে যে বিলম্ব হতে পারে, সে বিষয়ে সহমর্মি হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করা।
- জনসচেতনতা বিষয়ক প্রচারণা বৃদ্ধিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট-এর জেলা/উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে স্ব স্ব ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তাদের সুপারিশ/পরামর্শ মেনে চলা।

এনডিডি ব্যক্তিদের জন্য সেবা প্রাপ্তির বিদ্যমান স্থানসমূহঃ

বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে একটি জাতীয় ডাটাবেজ এবং প্রত্যেকের জন্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক পরিচয়পত্র প্রদান করছে। এছাড়াও তাদের সনাক্তকরণ, চিকিৎসা, পরিচর্যা ও পুনর্বাসন সেবা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

- ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিসঅর্ডার এন্ড অটিজম (IPNA), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।
- শিশু ও কিশোর মনোরোগবিদ্যা বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।
- জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু ও মানসিক রোগ বহিঃ বিভাগ।
- বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজের শিশু বিকাশ কেন্দ্রসমূহ।
- জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল।

- সমাজসেবা অধিদপ্তর এর আওতাধীন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়সহ বিভিন্ন ইউনিট।
- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র।

  কেন্দ্রগুলোর ঠিকানা এই লিংকে পাওয়া যাবে-
  http://www.jpuf.gov.bd/site/page/66b9e3a0-7ccf-42bb-9195-e6a8459e37ad/

- ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস (মোবাইল ভ্যান)।
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধি সুরক্ষা ট্রাস্ট।

এই কেন্দ্রগুলিতে এনডিডিসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসহ কাউন্সিলিং, ফিজিওথেরাপী, অকুপেশনাল থেরাপী, স্পিচ থেরাপী, সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। এই কেন্দ্রগুলিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিবারগুলিকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।

এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য উপরে উল্লিখিত কেন্দ্রসমূহ বা নিজ এলাকার সমাজসেবা অফিসের সাথে যোগাযোগ করুন।

উপসংহার

প্রতিবন্ধিতাকে ভয় না পেয়ে এবং প্রতিবন্ধী শিশুকে আড়ালে না রেখে উপযুক্ত পরিচর্যা ও সেবা দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের যার যার অবস্থান থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুযোগ ও সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়ক ভুমিকা পালন করা আমাদের নাগরিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করলেই প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তিরা পরিবারের ও সমাজের বোঝা না হয়ে তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। তবে এই দায়িত্ব পালনের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন। সকল ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষের মধ্যে যেহেতু এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষেরা তুলনামূলকভাবে বেশি মাত্রায় ঝুঁকি, অবহেলা এবং বঞ্চনার শিকার হয়, তাই এদের প্রতি বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সহায়ক প্রযুক্তির ব্যবহার
অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির অধিকার

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

পদ্মা লাইফ টাওয়ার (১৪ তলা)

১১৫ কাজী নজরুল ইসলাম এ্যাভিনিউ

বাংলা মোটর, ঢাকা-১২১৫

ফোন: ৮৮ ০২ ৪৮৩২২৬৭৪

ই-মেইল: nddptrust@gmail.com

ওয়েব: www.nddtrust.gov.org